আন্‌পরা বাবাজী মদন ঠাকুরের ‘তজরবা’

রমজানের বরকত

(১) **দীন মুহম্মদ মানিক।**

রমজানে পাক্ মাসটি নাকি ‘শাহরুল বরকত’
বরকত নিতে ব্যবসায়ীদের কত যে‘ কসরত’।
মাসটি নাকি সংযম আর সমবেদনার তরে,
কিন্তু দেখি খাদ্য-বিলাস সচল ঘরে ঘরে।
হুজুর বলেন...
‘প্রাণ ভরে খাও’, এই মাসেতে হবেনা হিসাব।
এক ‘নেকীতে দশটা ‘নেকী’ রমজানেরই লাভ।
অবৈধ আয়, বেহুদা বাৎ রোজা ভঙ্গের ডর,
রোজাদারের মুখের গন্ধ মেসকে আম্বর।
বনিক ভাবে...
‘এই মাসে তো বেচাকেনা হবে অনেক বেশী,
দামের বরকত যদি না লই,হতে হবে দোষী।
দাম যদি গো না বাড়ালাম, নেকীতে বাড়বেনা,
রোজ হাসরে ‘আল্লা মিয়া’ ব্যবসায়ী ছাড়বেনা’।
অতএব,...
রোজার ‘নেকীর’ বরকত নিতে খাস করে দাম বাড়ে,
‘মুচিবতের’ বরকত চাপে মূক্-জনতার ঘাড়ে।

(২)

রমজান মাসে বন্ধ থাকে দ্বীনি-প্রতিষ্ঠান,
জাকাত লাগি সফর করেন ‘কাবিল’ হুজুরান।
ফজিলতের গাট্টি খুলে বয়ান যখন শুরু,
হয় যে মনে ‘পীর’ শুধু নয়, সাত গোষ্টির গুরু।
‘ক্যামনে দিমু হুজুর ফেরৎ’, গদ গদ মন,
মোটা দানের ‘চল্লিশ শতাং’হুজুর কমিশন।
টি এ,ডি এ আলাদা বিল, নাই করিলাম যোগ,
হুজুর কেন দেবেন ছেড়ে এই মহা সুযোগ?

‘ব্যক্তি’ ছাড়া ‘প্রতিষ্ঠানে’ যেই জাকাত মানা,
সেই জাকাতের ‘কমিশনে’ হুজুরেরা ‘ফানা’।
হিলাশরার ‘আব্বরী কল’ হারিয়েক মাল হালাল,
ভোট শ্লোগানে পোলারও ভাই আব্বাজান জালাল।
গ্রামের গরীব চিনবে কারে, কেমন করে যাবে,
শহরবাসী ধনীরা সব সে কথা কি ভাবে?
অতএব,
হুজুর কাকু ‘বরকত’ পান ‘দ্বীনি-মরকজ’ বলে,
‘মাহরুমের’ বরকতে ভরে ‘হক্‌দারেরই’থলে।

জানাজানি:-১৭-০৩-২০২৪
কানাকানি:-০১৮১৯৮৬৩৮৮৮